॥ রম্য রচনা ॥

হুঙ্কার

[প্রথম সোপান]

শ্রীগোবিন্দ দাশ

(শ্রীদুর্ম্মুখ)

॥ লেখকের অন্যান্য রচনাবলী ॥

- গণ-ভূতের কাছারী
- ঝাঁকের কই ঝাঁকে
- ক্লাড নিয়ে ফাট্‌কা
- রঙ্গরস বঙ্গ ছাড়া
- সাজান বাগান শুকিয়ে গেল
- আদর্শ দেশভক্ত ট্রেনিং সেণ্টার
- ভোটরঙ্গ
- বাঁচার গান

দাম ঃ—দশ পয়সা

প্রকাশনে—শ্রীমতী নমিতা দেবী, ৩০।৬ আটাপাড়া লেন,সিথি, কলি-৫০
মুদ্রনে—"টাউন প্রেস" ১৪এ দমদম রোড, কলিকাতা-৩০

॥ সবিনয় নিবেদন ॥

অবশেষে "হকার" কে সংগে নিয়েই এলাম। যাত্রাপথের এটা প্রথম সোপান। পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে যার গ্রন্থনায় 'হকার' একখানি বৃহৎ রম্য-উপন্যাসে রূপায়িত হবে। প্রতিটি খণ্ডই স্বয়ং-সম্পূর্ণ আবার পরস্পরের সাথে যোগসূত্রও থাকবে। অর্থাৎ কোনও একটা খণ্ড বাদ গেলেও পাঠকগণের কোনরূপ অসুবিধা হবে না। যে কোন লেখকের পক্ষেই এটা একটা দুরুহ ব্যাপার।

'হকার' সম্বন্ধে একটা ঘটনা জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। একটি নামকরা প্রকাশন সংস্থা চিংড়িমাছ কেনার মত এককালীন মাত্র একশত টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে "হকার" এর পাণ্ডুলিপির জন্যে খুব পিড়াপিড়ি করেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা যে, বই প্রকাশিত হবে একজন নামকরা সাহিত্যিকের নামে, আমার নামে নয়। বুঝুন, সাহিত্য নিয়ে কি ফাটকাবাজী চল্‌ছে। কচুগাছ, আবার বৃক্ষ' গোছের যতই তথাকথিত ক্ষুদে লেখক হইনা কেন, এই আত্মবিশ্বাসটুকু আছে; ধৃষ্টতা মাপ করবেন, সাহিত্যের নামে অপ-সাহিত্যের ডামাডোলে "হকার" আপনাদের বিরক্তিতো আনবেই না, পরন্তু সাহিত্য-পিপাসুরাও অন্তত কিছু নতুনত্বের, কিছু বৈচিত্রের স্বাদ পাবেন। তবুও আপনাদের ভাল/ লাগা-না লাগার কথাগুলো জেনে উৎসাহ পাবার আশা রাখি।

পরিশেষে হকার হয়ে "হকার" নিয়ে, হকারী করতে এসে আপনাদের সংগ্রামী 'চলছে-চলবে' সহযোগিতা একান্তভাবেই কামনা করছি; কারণ বর্ত্তমানে 'হকার' ই আমার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। নমস্কারান্তে—

শ্রীগোবিন্দ দাশ
(শ্রীদুর্ম্মুখ)

—: প্রথম সংস্করণ :—
স্বাধীনতা দিবস / ১৯৭০।
—: দ্বিতীয় সংস্করণ :—
সেপ্টেম্বর দশ / ১৯৭০

হ কা র

পাক্কা তেইশটি বছরের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গণতন্ত্রী ভারতবর্ষের সর্ব্ব সাধারণের সহজলভ্য যানবাহন—ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে চলেছেন আপনি। শীতকাল হোক আর গ্রীষ্মকাল হোক চিড়ে-চ্যাপ্টা ভিড়ে গলদঘর্ম্ম হয়ে ধুক্‌তে ধুক্‌তে আপনাকে ভাবতে হবেই, —"কতক্ষণে নামবরে বাবা!"

বিরক্তিতে মনটা আপনার যতই সিঁটিয়ে থাকুক না কেন, একটু নিবিষ্ট চিত্তে যাবেন ভেবেছেন? সে গুড়ে বালি! একের পর এক-একজন হকার, ঠেলে গুঁতিয়ে এসে ঢুকে বিচিত্র কায়দায় কথা বলে, কিছু না কিছু তার পশরার ব্যাসাতি করে, ঠিক তেমনিভাবেই গুঁতোতে গুঁতোতে বেরিয়ে যাবে। কখনও বা একাধীক এমন কি আট-দশ জন সমবেতভাবে "চাই মুড়ি মশলা—বাদামভাজা চাই—এই যে পান বিড়ি সিগারেট—বলি ও দাদারা, খাটনীর পর চাটনী খান, অদ্ভুত আদার চাটনী—কলা, কলা, খাঁটি স্বদেশী চম্পক কলা—জল চাই, আইস্‌ক্রিম জল" ইত্যাদি দৈনন্দিন 'চা-গরম' থেকে সুরু করে 'দাদের মলম' 'ধূপকাঠি' 'লজেন্স-বিস্কুট' 'সুচ-সুতো' "তালা-চাবি" "ফাউনটেন পেন মায় "শাড়ী-গেঞ্জি-গামছা" পর্য্যন্ত সংসারের প্রায় সব রকমের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের পশরা নিয়ে ফেরিকরা এইসব হকাররা, চেঁচিয়ে আপনার কান ঝালাপালা করে দেবে। বিরক্তিতে মুখটা আপনার বিকৃত হবে। হয়তো বলেই ফেলবেন—"নাঃ এই হকারদের জ্বালায় গেলুম।"

হ্যাঁ—এরা হকার। এরা সবাই বেকার তাই হকার। আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থার অন্যতম বলি এরা সবাই। এদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিত যুবকও আছেন যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান কলেজের

গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেও পৌঁছেছিল।

এই সব হকারদের অনেকের বাক্-চতুর্যময় হকিং টেক্‌নিক্, ঠাস-বুনই ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সরস-হাসিরসাত্মক কথার মাদকতার মনোযোগ আপনার সেদিকে আকৃষ্ট হবেই। নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত মনটা আপনার যতই খিঁচিয়ে থাকুক না কেন, ক্ষণিকের জন্য হলেও, একটু আনন্দও আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু এরাই ব্যক্তিজীবনে যে নিদারুণ মুক্ত-কান্নার তরঙ্গে ভাসছে তার খবর আপনি জানেননা, জানবার অবকাশও আপনার নেই। সে প্রসঙ্গে আপাতত না গিয়ে তাদের কতকগুলি হকিং-টেক্‌নিকের নমুনা আমি তুলে ধরছি, যার মধ্যে আপনি মনোবিজ্ঞানীর মত প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি, সুবক্তা ও দক্ষ অভিনেতার মত বাচনিক কৃতিত্ব ছাড়াও রীতিমত শিল্প ও সাহিত্যের উপাদানও পাবেন।

ধরুন, দৈবক্রমে আপনি একটা বসার জায়গা পেয়েছেন। নিজেকে যারপরনাই ভাগ্যবান মনে করে অন্যমনস্ক ভাবে আধবোজা চোখে কিছু ভাবছেন। হঠাৎ আপনাকে ধমকে উঠল—'দেব নাকি ছাল ছাড়িয়ে, নুন ছড়িয়ে?' ধমকে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলেন একটি ২০২২ বছরের যুবক আপনার বুকের সামনে একখানা ছুরি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যতই হলপ করুন না কেন, বা দিনকাল, গলাটা আপনার শুকিয়ে কাট হয়ে যাবেই। এবারে সবিনয়ে সে বলবে—'আজ্ঞে ভয় পাচ্ছেন কেন স্যার? আপনার ছাল ছাড়াব কেন? ছাল ছাড়াব আমার এই শশার আর খাবেন আপনি। দাম মাত্র দশ পয়সা···।

শশাওয়ালা থামতেই আপনার সামনে অবস্ট্রাক্‌শান করে দাঁড়িয়ে থাকা প্লাসটিকের ফোলিও ব্যাগ হাতে ঘড়ি ও

চশমা পরা বছর পয়ত্রিশেকের ভদ্রলোকটি হঠাৎ সুরু করলেন—আমরা প্রায় দু'শো বছর বৃটিশের পরাধীন ছিলাম কেন জানেন? মাত্র আট আনা পয়সার জন্যে। না-না বিরক্ত হবেন না। দয়া করে আমার কথাটা শুনুন।..... হাঁ, মাত্র আট আনা পয়সার জন্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে লর্ড ক্লাইভ নবাব সিরাজুদ্দৌল্লাকে হারিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে পদানত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যসংখ্যার চেয়ে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল অন্ততঃ দশগুণ বেশী। তবুও নবাবকে হারতে হল। কারণ? কারণ গ্রীষ্মপ্রধান আমাদের দেশের সৈন্যরা মিলিটারী ধড়াচূড়ো পরে থাকার জন্যে তাদের 'স্কিন-ডিজিজ' অর্থাৎ চর্ম্মরোগ হয়েছিল। তাই তারা কামান বন্দুক হাতে লড়াইয়ের ময়দানে যেই ফায়ার করতে যাবে অমনি চর্ম্মরোগের পোকাগুলো এমনি কিলবিল করতে সুরু করল যে হাতের কামান বন্দুক ফেলে দিয়ে তারা চুলকাতে, বাঙাল ভাষায় "খাউজাইতে" লাগল।...তাহলে একবার ভেবে দেখুন, তখন যদি তারা একবার এই—(হাতে নিয়ে দেখিয়ে) বালীগঞ্জ কেমিকেলের "স্কেবিনল"মলমটা পেত, তাহলে কি তারা হারত, না আমরা পরাধীন হতাম? তাই বলছি—আপনাদেরও যদি চুলকনা, পাঁচড়া, কাউর, একজিমা, হাজা, দাদ ইত্যাদি যে কোন রকমের চর্ম্মরোগ হয়ে থাকে, তবে আজই সুপ্রসিদ্ধ এই বালীগঞ্জ কেমিকেলের "স্কেবিনল" মলমটা সংগ্রহ করুন.....।

এবার আপনি রীতিমত ক্ষেপে যাবেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথায় যিনি আপনার দিকে আঙ্গুল তুলে বলছেন,—"শুয়োরের বাচ্চা"—আপনি চোখমুখ পাকিয়ে উঠতে যাবেন অমনি আরেকজনের দিকে "কুকুরের বাচ্চা"—, আরেকজনের

দিকে;—"ইন্দুরের বাচ্চা"—;আরেকজনে দিকে,—"ছুচোর বাচ্চা"—এমনিভাবে বিভিন্নজনের প্রতি বেরাল, রানর, চ্যালা, বিছে প্রভৃতি এক একটি জীব বিশেষের বাচ্চা বলে সম্বোধন করতে শুনে আপনি একটু ঘাবড়েই যাবেন। ঠিক তখুনি শুনতে পাবেন, —'এই রকমের যে কোন বাচ্চায় বা তার মা-বাবা ঠাকুর্দ্দায় যদি আপনাকে কামড়ে দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ বছরের পুরাতন স্বপ্নপ্রদত্ত সন্ন্যাসী মার্কা "বিষহরি" লাগিয়ে দিন। নিমেষেই আপনার সব জ্বালা—যন্ত্রণা—টন্‌টনানি—কন্‌কনানি উপশম হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, এক শিশি "বিষহরি" ঘরে থাকা মানেই আপনার নিশ্চিতে সুখে নিদ্রা যাওয়া ····।

এবার দেখবেন ধূপকাঠির প্যাকেটভর্ত্তি ঝোলা কাঁধে একজন বছর পঁচিশের স্মার্ট যুবক এসে তার হাতে জ্বালান একগোছা ধূপকাঠির ধোঁয়া উড়িয়ে আপনারই মুখের সামনে হাতটা বাড়িয়ে সুরু করবে—'জ্বালাবেন? বলি ধুপ জ্বালাবেন? সারাটা জীবনতো শুধু জ্বলেই খাঁক হলেন একটিবার অন্তত জ্বালান। ঘরের মধ্যে কয়েকটা কাঠি শুধু জ্বালিয়ে রাখুন। দেখবেন, ভগবানকে আরডাকতে হবেনা। সে ব্যাটাচ্ছেলে অমনি ধূপের গন্ধে দিশাহারা হয়ে জানলা-কপাট ভেঙ্গে হুড়মুড় করে এসে হাজির হবে। ষাট কাঠির একটি-প্যাকেট মাত্র কুড়ি পয়সা ·····।

এবার আপনি চোখ ফেরাবেন গামছায় বাঁধা একটি এ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চি হাতে বিরলকেশী প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের আরেক জনের প্রতি। ফোঁকলা দাঁতে কাঠ-বাঙাল ভাষায় তার প্রতিটি কথাতেই আপনি হাসবেন?

—'কথায় কথা বারে (ড়) ভোজনে প্যাট ভরে।

তা আমার কাছে পাইব্যান আপনি হেই প্যাট ভরনেরই বস্তু—অপূর্ব্ব সুয়াদ (স্বাদ) বিশিষ্ট ঘুঘনী যা আপনি হালায় জীবনেও খান নাই। মাইরি, মা কালীর দিব্যি। আইচ্ছা, আমার কথায় যহন আপনার বিশ্বাস নাই, তহন একবায় হালায় খাইয়াই দ্যাহেন। (একদমে বলে) আলু, কাব্‌লিছোলা, মটর-শুঁটি, প্যাঁজ, রসুন, আদা, জিব্রা, ধইন্যা গরমমশল্লা, নুন, হলদী, মরিচ আর তার লগে বিশুদ্ধ কলের জল ঢাইল্যা এমন উৎকৃষ্ট ঘুঘনী আমি হালায় বানাইছি—উঃ! একবার জিহ্বায় ঠ্যাকাইলেই পাতাপুতি পর্য্যন্ত চাটন্ দূরে থাউক, হালায় এক্কেবারে চাবাইয়া খাইয়া ফ্যালতে ইচ্ছা হইব। খান—খান, হালায় যত পারেন খান। ভুড়িডা ঠিক রাহন মানেইতো মুড়িডাও ঠিক থাহন। আরে আপনারা খাইলেই তো আমি খামু, আমার পরিবারে খাইব, আমার পুলাপানে খাইব। আপনাগো খাওয়াইয়া বাড়ী যামু তয় হালায় পাতিলডা (হাঁড়ি) চুলায় চড়ব। খান—খান—এত কইর‍্যা সাধত্যাছি, যা হৌক কিছু খান। দাদা, এমনি ভাবে বাড়ীতেও কেউ সাইধ্যা খাওয়াইব না, তা সে নতুনই হৌক আর পুরানই হৌক.....।'

এবারে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলা আরেকজন ইয়ংম্যানের কথায় প্রথমটা আপনি বিস্মিত হবেনই। —'দাদারা পাশের কামরায় সব মরে গেছে। ছা-বাচ্চা-জোয়ান-বুড়ো সব। বিশ্বাস হচ্ছে না? স্বচক্ষে দেখতে চান? দেখুন—(শিশি দেখিয়ে) এই একটা "টিক্-টোয়েন্টি" কত লক্ষ লক্ষ ছারপোকার প্রাণ নিতে পারে তা জানেন এর কয়েক ফোঁটা মাত্র মাল ফেলবেন, অমনি দেখবেন তার এ্যাক্‌শানটা। একেবারে যাকে বলে ঠিক নকশালী এ্যাকশান।

—গুলি—গুলি—গুলি—

হাঁক শুনেই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখবেন, ধীর এবং গম্ভীর পদক্ষেপে যাত্রার আসরে রাজার প্রবেশের মত একজন হেলতে দুলতে এসে ঢুকলেন। ঠিক যাত্রাদলের রাজার মতই গম্ভীর চালে তিনি বলে চলেছেন,—'কামানের গুলি নয়. বন্দুকের গুলি নয়, পিস্তলের গুলি? না তাও নয়। পাঞ্জাবের তানসেন-গুলি। কি হয়েছে? কাশি না সর্দ্দি? গলা খুসখুস করছে? মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?—গালে ফেলে দিন একখানা গুলি। মাথা ধরেছে, অফিসের লেজার বুক খুলে নিয়ে বসে কিছুতেই আপনি ডেবিট ক্রেডিট মেলাতে পারছেন না?—ফেলে দিন একখানা গুলি। হঠাৎ ওা লেগে খুসখুসে কাশি হয়েছে, কাশতে কাশতে আপনার গলাটা জালা করছে?—ফেলে দিন একখানা গুলি। পরীক্ষা সামনে, রাত জেগে পড়তে পড়তে আপনার প্রায় ক্রনিক মাথাধরা রোগ জন্মেছে — ফেলে দিন একখানা গুলি। আপনি কি কণ্ঠশিল্পী? গান করেন? আপনাকে তো তাহলে সর্ব্বদাই একটা গুলি মুখে আর এক শিশি পকেটে রাখতেই হবে। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দীর সুপ্রাচীন এই পাঞ্জাবের সন গুলি…"

o o o o

প্রথমটায় ট্রেনে উঠে এই হকারদের প্রতি যে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য ও বিকৃতি আপনার মনে জন্মেছিল এতক্ষণে নিশ্চয়ই সেটা উবে গেছে? আপনার যেন কেবলি মনে হচ্ছে—"কোন রঙ্গশালায় বসে নাটক দেখছি"। তাছাও ট্রেনে বসেই আপনার নিত্য দরকারী কিছু টুকিটাকি জিনিষের মার্কেটিংও সেরে ফেলেছেন যা সময়াভাবে আপনার হয়েই ওঠে না। ইতিমধ্যে আপনার গন্তব্যস্থান এসে পড়ায় এখন আপনাকে নাবতে হবে।

তাই বলছি. এতক্ষণ ধরে আপনি এই হকারদের শুধু হকি-টেক্‌নিক দেখে পেয়েছেন অনাবিল আনন্দ, হয়েছেন যারপর নাই মুগ্ধ কিন্তু এই হতভাগ্য হকারদের ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে আর কিছু ভেবে দেখেছেন কি?